Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর পর্ব- ০৩

শিক্ষক: মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা।

বিষয়: বাংলা দ্বিতীয় পত্র। অধ্যায়: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি.

পূর্বকথা: ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি আলোচনা অংশে আমরা ইতোপূর্বেও আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমরা প্রশ্ন উত্তর ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করব। আমরা জানি ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণিতে রয়েছে- বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, আবেগ শব্দ, যোজক ও অনুসর্গ।

প্রশ্ন ১। বিশেষ্য কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি বস্তু স্থান জাতি গোষ্ঠীর নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য বলে।

নামের ধরনের ভিত্তিতে বিশেষ্য কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু নাম বোঝায় তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- নজরুল, যমুনা, দোয়েল, পদ্মা, হিমালয়, বাংলাদেশ, ইত্যাদি।

২। সাধারণ বিশেষ্য। যে বিশেষ্য দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোন কিছুর নাম না বুঝিয়ে সামগ্রিকভাবে কোন শ্রেণীগত কিছুর নাম বুঝায় তাকে সাধারণ বিশেষ্য বলে। যেমন- মানুষ, নদী, ফুল, পাখি, বই-পুস্তক ইত্যাদি।

নানা অবস্থার ভিত্তিতে সাধারণ বিশেষ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা অনুসারে-

ক. মূর্ত বিশেষ্য: ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তুর বস্তুর ঘ্রাণ নেওয়া, দেখা, পরিমাপ করা বা স্পর্শ করা যায় তাকে মুর্ত বিশেষ্য বলে। যেমন- ফুল, পাখি, বই, কলম, ইট-পাথর, মানুষ ইত্যাদি।

খ. ভাব বিশেষ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যার ঘ্রাণ নেওয়া দেখা পরিমাপ করা বা স্পর্শ করা যায় না অর্থাৎ মনোভাব বোঝায় তাকে ভাব বিশেষ্য বলে যেমন রাগ ক্ষমা আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি।

গণন যোগ্যতা অনুসারে বিশেষ্য তিন প্রকার-

ক. গণন বিশেষ্য: যে বিশেষ্য কে সংখ্যা দিয়ে গণনা করা যায় তাকে গণন বিশেষ্য বলে। যেমন- ফল, গরু, হাঁস-মুরগি, মাছ, ইত্যাদি।

Edit with WPS Office

খ. পরিমাপ বিশেষ্য: যে বিশেষ্য কে সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা চলে, তাকে পরিমাপ বাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- লবণ, তেল, চিনি, আটা, ডাল, চাল ইত্যাদি।

গ. সমষ্টি বিশেষ্য:যে বিশেষ্য দ্বারা কোন দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- ছাত্র, জনতা, পুলিশ,-শ্রমিক, সভা, সমিতি, মিছিল, মাহফিল ইত্যাদি।

সজীবতা অনুসারে বিশেষ্য দুই প্রকার-

ক. সজীব বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কোন জীবন্ত ও সক্রিয় সত্তার সাধারন শ্রেণীকে বোঝায়, তাকে সজীব বিশেষ্য বলে। যেমন- হাতি, বিড়াল, মানুষ, পাখি ইত্যাদি।

খ. অজীব বিশেষ্য:যে বিশেষ্য দ্বারা কোন নির্জীব বস্তুকে বোঝায়, তাকে অজীব বিশেষ্য বলে যেমন বাড়ি-গাড়ি বই ইট পাথর পাহাড় ইত্যাদি।

প্রশ্ন:২। সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণসহ সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: উর্মি একাদশ শ্রেণীতে পড়ে সে নিয়মিত কলেজে যায়। তার একটি পোষা বিড়াল আছে। এখানে উর্মির পরিবর্তে আমরা সে এবং তার শব্দটি ব্যবহার করেছি এগুলো হলো নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত তাই এদেরকে বলা হয় সর্বনাম।

সর্বনাম কে প্রধানত তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১.অর্থগতভাবে

২.অন্বয় গত ভাবে এবং

৩.পক্ষ ভেদে

১.অর্থগতভাবে সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ-

ক. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: যে সর্বনাম বাক্যের পক্ষ বা পুরুষ নির্দেশ করে তাকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম বলে। যেমন- আমি, আমারা, তুমি, তোমারা, সে, তারা ইত্যাদি।

খ. আত্মবাচক সর্বনাম: কর্তা নিজেই কোন কাজ করেছে- এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন- স্বয়ং, নিজে, আপনি ইত্যাদি।

গ. পারস্পরিক সর্বনাম: দু'পক্ষের সহযোগে বা পারস্পরিকতা বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে পারস্পরিক সর্বনাম বলে। যেমন- পারস্পরিক পরিচিতি। ওরা নিজেরা নিজেরাই সমস্যা মিটিয়ে ফেলবে।

ঘ.সকল বাচক সর্বনাম: ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে সকল বাচক সর্বনাম বলে। যেমন- সবাই কফি খাচ্ছে। সকলেই সাহায্য পেয়েছে।

ঙ. অন্য বাচক সর্বনাম: নিজ ভিন্ন অন্য কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অন্য বাচক সর্বনাম বলে। যেমন- অপরে পারলে তুমি কেন পারবে না। অন্যের কথা বলে লাভ নেই।

Edit with WPS Office

চ. নির্দেশক সর্বনাম: যে সর্বনাম বক্তার নিকট থেকে কাছের বা দূরের কিছু নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন- এ, ও, উনি, উনি, ইত্যাদি।

ছ. অনির্দিষ্ট সর্বনাম: অনির্দিষ্ট বা পরিচয় হীন কোন ব্যক্তি বুঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন- এখানে কেউ নেই। আমার কিছু বলার নেই।

২.অন্বয়গতভাবে সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ-

ক. প্রশ্ন বাচক সর্বনাম: প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রশ্নের জন্য যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে প্রশ্ন বাচক সর্বনাম বলে যেমন- কে যাবে? কারা খাবে? কে আসবে?

খ.সংযোগ বাচক সর্বনাম: যে সর্বনাম দ্বারা দুটি বাক্যে সংযোগ ঘটানো হয়, তাকে সংযোগ বাচক সর্বনাম বলে। যেমন- হাটে গিয়ে দেখি যে, সে চলে গেছে আমি বলি কী, তুই আজ থেকেই যা।

গ.সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল যুগল সর্বনাম দুটি বাক্যাংশের সংযোগ ঘটায়, তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন- যত চাও তত লও যত পড়বে তত জানবে যেমন কর্ম তেমন ফল।

৩. পক্ষ ভেদে সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ-

ক. বক্তা পক্ষ: যে সর্বনাম দ্বারা বক্তার সমগোত্রীয় নির্দেশ করা হয়, তা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, মোর, মোদের, মোরা।

খ. শ্রোতা পক্ষ:যে সর্বনাম দ্বারা বক্তার সামনে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত শ্রোতা ও তার সমগোত্রীয়দের নির্দেশ করা হয়, তা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- তুই, তুমি, তোরা, তোকে, তোমার, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের।

গ. অন্যপক্ষ:যে সর্বনাম দ্বারা বক্তার সামনে অনুপস্থিত শ্রোতা ও তার সমগোত্রীয়দের নির্দেশ করা হয় তা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেমন- সে, তার, তারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাকে, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের।

প্রশ্ন৩। ক্রিয়া বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন কিছু করা ঘটা হওয়া ইত্যাদি বোঝায়, তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন- সে হাসছে বাগানে ফুল ফুটেছে। বৃষ্টি হবে।

নানা মানদণ্ডে ক্রিয়াকে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণতা অনুসারে ক্রিয়া কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক.সমাপিকা ক্রিয়া:যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- ছেলেরা বল খেলছে। সুমন ভাত খাচ্ছে।

খ.অসমাপিকা ক্রিয়া:যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের ভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন- আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাব। কলেজে এসে দেখা করবে।

২. কর্মপদ সংক্রান্ত ভূমিকা অনুসারে ক্রিয়া কে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

Edit with WPS Office

ক. অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়ার পূর্বে কোন কর্মপদ থাকেনা, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- শিশুটি খেলছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যে ক্রিয়াপদকে কি? বা কাকে? দাঁড়া প্রশ্ন করলে কর্মপদ পাওয়া যায়।কোন উত্তর না পাওয়া গেলে সে ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে আর উত্তর পাওয়া গেলে তাকে স্বকর্মক ক্রিয়া বলে।

খ. সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া মাত্র একটি কর্মপদ গ্রহণ করে, তাকে স্বকর্ম ক্রিয়া বলে। যেমন- মিনি ভাত খাচ্ছে। রনি বই পড়ে।

গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের অন্তর্গত যে ক্রিয়া দুটি কর্ম গ্রহণ করে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন- বাবা আমাকে টাকা দিয়েছেন।

ঘ. প্রযোজক ক্রিয়া: কর্তা যে ক্রিয়া অন্যের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করেন, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে।

যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

৩. গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার।

ক. যৌগিক ক্রিয়া: একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন- ধরে ফেলছে(অসমাপিকা+ সমাপিকা)। ছুটে যাচ্ছে। তেড়ে আসে।

খ. সংযোগমূলক ক্রিয়া:বিশেষ্য বিশেষণ ও ধন্যাত্মক শব্দ এর সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া হয়, তাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে। যেমন- নাচ করা। গান করা।বই পড়া। পথচলা। ঘেউ ঘেউ করা।

৪. স্বীকৃতি অনুসারে ক্রিয়া দুই প্রকার।

ক. অস্তিবাচক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া দ্বারা অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে অস্তিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমি কাল বাড়ি যাবো। সুজন গান করে।

খ.নেতিবাচক ক্রিয়া: ক্রিয়া দ্বারা নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে নেতিবাচক ক্রিয়া বলে। যেমন- সে আমার কথা বুঝে নি। অথবা, সে আমার কথা না বুঝে থাকলো।

প্রশ্ন ৪। আবেগ শব্দ বলতে কী বোঝো উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর যে শব্দ দ্বারা মনের আবেগ প্রকাশ করা হয় তাকেই আবেগ শব্দ বলে। যেমন- আহা! বিরক্ত করো না।

আবেগ শব্দ আট প্রকার। নিচে এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হলো।

১. সিদ্ধান্ত সূচক আবেগ শব্দ: যে আবেগ শব্দ দ্বারা অনুমোদন, সম্মতি, অসম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়, তাকেই সিদ্ধান্তমূলক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- আচ্ছা, আমি যাব। না এসব আমাকে দিয়ে হবে না।

Edit with WPS Office

২. প্রশংসা বাচক আবেগ শব্দ: যে আবেগ শব্দ প্রশংসা ও তার মনোভাব প্রকাশ করে, তাকে প্রশংসা বাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- সাবাস বাংলাদেশ এগিয়ে যাও।

৩. বিরক্তিসূচক আবেগ শব্দ: অবজ্ঞা, ঘৃনা, বিরোধী মনোভাব যে আবেগ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকে বিরক্তিসূচক শব্দ বলে। যেমন- ইস! কি যন্ত্রনা। ধুৎ আর ভালো লাগেনা।

৪. ভয় ও যন্ত্রণা বাচক আবেগ: শব্দ যে আবেগ শব্দ দ্বারা আতঙ্ক যন্ত্রণা কাতরতা প্রকাশ পায়, তাকে ভয় ও যন্ত্রণা বাচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন ওরে বাপরে, আমি একা থাকতে পারবো না। উঃ প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছি।

৫.বিস্ময় সূচক আবেগ শব্দ: যে আবেগ শব্দ বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার ভাব প্রকাশ করে, তাকে বিস্ময় সূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- বাহ! কি সুন্দর আকাশ।

৬. করুণা সূচক আবেগ শব্দ:করুণা বা সহানুভূতি মূলক মনোভাব প্রকাশ পায় যে আবেগ শব্দে তাকে করুণা সূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- আহা! লোকটি মরে গেল।

৭.সম্বোধন সূচক আবেগ শব্দ: সম্বোধন করার ক্ষেত্রে যে আবেগ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সম্বোধন সূচক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। ওহে, কেমন আছো

৮.আলংকারিক আবেগ শব্দ: যে আবেগ শব্দ ও বাক্যের অর্থ এর কোন রূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সংশয় অনুরোধ মিনতি সূচক মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে আলংকারিক আবেগ শব্দ বলে। যেমন- মাগো মা! লোকটা এত হাসতে পারে। দূর পাগল! এ আর এমন কি কথা।

প্রশ্ন ৫। যোজক কাকে বলে যোজক কত প্রকার ও কি কি উদাহরণ সহ আলোচনা করো?

উত্তর: যেসব শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দকে সংযোজন-বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে। যেমন- রবিন কলেজে যাবে এবং বন্ধুর সাথে কথা বলবে। এখানে এবং শব্দটি দ্বারা দুটো বাক্য সংযোজিত হয়েছে। অতএব এবং এখানে যোজক এর কাজ করেছে।

যোজক পাঁচ প্রকার-

১. সাধারণ যোজক: কে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ বাক্য বা বাক্যাংশ কি সংযুক্ত করা হয়, তাকে সাধারণ যোজক বলে। যেমন- সে বাজারে যাবে এবং কেনাকাটা করবে। রহিম ও করিম দুই ভাই।

২.বৈকল্পিক যোজক:যে যোজক দ্বারা একাধিক শব্দ বা বাক্যাংশের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করা হয়, তাকে বৈকল্পিক যোজক বলে। যেমন- শরীর ভালো হলে তুমি কাজ করবে নতুবা আসার প্রয়োজন নেই।

৩. বিরোধমূলক যোজক: যে যোজক দ্বারা দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয় টি ধারা প্রথমটির সংশোধন বা বিরোধ নির্দেশ করা হয়, তাকে বিরোধমূলক বলে। যেমন- আকাশে মেঘ জমেছে কিন্তু বৃষ্টি নেই।

Edit with WPS Office

৪.কারণ বাচক যোজক:একটি বাক্যের কারণ হিসেবে অপর একটি বাক্যের সংযোগ ঘটানো হয় যে যোজক দ্বারা তাকে কারণবাচক যোজক বলে। যেমন- তিনি আজ আসতে পারেননি কারণ তিনি অসুস্থ।

৫. সাপেক্ষ যোজক:পরস্পর নির্ভরশীল যে যৌগগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ যোজক বলে যেমন যদি পরিশ্রম করো তবে ফল পাবে।

প্রশ্ন ৬। নিম্ন রেখো দেয়া যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ করো।

I. পহেলা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন

ii.মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা

III. আজ নয় কাল সে আসবেই

iv.তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত

v.হঠাৎ সে দেখতে পেলো চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে

vi.বাহ! চমৎকার একটা গল্প লিখেছ

vii.শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল

viiiসে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

উত্তর:

i.পয়লা বৈশাখ- বিশেষ্য

ii.মোদের- সর্বনাম

iii নয়- যোজক

iv অমৃত - বিশেষ্য

v.লাফিয়ে - অসমাপিকা ক্রিয়া

vi.বাহ - আবেগ শব্দ

vii.তাজমহল - বিশেষ্য

viii.দিয়েছিল- সমাপিকা ক্রিয়া